সাধকের ভক্তি-বিকাশের ক্রম

শ্রদ্ধা। স্বরূপগতভাবে জীবমাত্রেরই ভগবদ্ভজনে অধিকার থাকিলেও ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনার দিক দিয়া বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী। মধ্য, ২২॥" যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, তিনিই ভক্তি-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধিকারী, তাঁহার অনুষ্ঠানই ফলপ্রদ হইতে পারে। শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে; "শ্রদ্ধা-শব্দে কহিয়ে বিশ্বাস সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি করিলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়। মধ্য ২২॥" এইরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার নাই, ভক্তির অনুষ্ঠানেও তাঁহার অধিকার নাই, অর্থাৎ তাঁহার অনুষ্ঠান ফলপ্রদ হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ নাই।

হৃদয়ে শ্রদ্ধার উন্মেষের নিমিত্ত চেষ্টার উপদেশও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি। শ্রীভা ৩৷২৫৷২৪॥ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-বিষয়ে অভিজ্ঞ সদ্-ভক্তদের সঙ্গ করিলে তাঁহাদের মুখে হৃৎকর্ণরসায়ন হরিগুণকীর্ত্তন শ্রবণের প্রভাবে হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়।

এইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির চিত্তে কিরূপে ভক্তির বিকাশ হয়, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে:— "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ ভ, র, সি, ১৷৪৷১১॥" উক্ত বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন:—"কোনো ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥ সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্ত্তন। সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥ অনর্থ-নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজায়॥ রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণপ্রীত্যঙ্কুর॥ সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম। সেই প্রেম প্রয়োজন—সর্ব্বানন্দধাম॥ মধ্য ২৩॥"

সৌভাগ্যবশতঃ যদি কোনও জীবের ভগবৎ-কথাদিতে বা শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা (দৃঢ় বিশ্বাস) জন্মে, তাহা হইলে সেই জীব তখন সাধুসঙ্গ করে। সাধুসঙ্গে সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-লীলা-কথাদি শুনিতে পায় এবং তাঁহাদের সঙ্গে সময় সময় নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনও করিয়া থাকে। সাধুদিগের আচরণাদি দেখিয়া ভজন করিতে ইচ্ছা হয় এবং ভজন করিয়াও থাকে। এইরূপে ঐকান্তিকতার সহিত সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই জীবের চিত্ত হইতে দুর্ব্বাসনাদি (অনর্থ) দূরীভূত হয়। দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইলে ভক্তি-অঙ্গে তাহার বেশ নিষ্ঠা জন্মে। নিষ্ঠার সহিত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচি জন্মে (অর্থাৎ শ্রবণ-কর্ত্তনাদিতে আনন্দ পায়;) এইরূপে রুচির সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্তি-অঙ্গে আসক্তি জন্মে, অর্থাৎ রুচি গাঢ় হয় এবং তখন শ্রবণ-কর্ত্তনাদিতে এমন আনন্দ পায় যে, তাহা আর ছাড়িতে পারে না। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে এই আসক্তি গাঢ় হইলেই শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মে; অর্থাৎ চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া গেলে চিত্ত যখন শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের চিত্তে আবির্ভূত হয় এবং তাহাই কৃষ্ণরতি-রূপে পরিণতি লাভ করে। এই রতি গাঢ় হইলেই প্রেম-আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই প্রেমই শ্রীকৃষ্ণ-সেবা প্রাপ্তির মুখ্য হেতু।

অনর্থ। যত রকম অনর্থ আছে, সাধনের প্রভাবে সমস্ত দূরীভূত হয়। অনর্থ—যাহা অর্থ (অর্থাৎ পরমার্থ) নহে, তাহাই অনর্থ; ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাদি-দুর্ব্বাসনা; কৃষ্ণ-কামনা ও কৃষ্ণ-ভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা। মাধুর্য্য-কাদম্বিনীর মতে অনর্থ চারি প্রকারের:—দুষ্কৃত-জাত, সুকৃত-জাত, অপরাধ-জাত, ভক্তি-জাত। দুরভিনিবেশ, দ্বেষ, রাগ প্রভৃতিকে দুষ্কৃতজাত অনর্থ বলে। ভোগাভিনিবেশ প্রভৃতি বিবিধ অনর্থের নামই সুকৃতজাত অনর্থ। নামাপরাধ-সমূহই (সেবাপরাধ নহে) অপরাধজাত অনর্থ। আর ভক্তির সহায়তায় (অর্থাৎ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানকে

উপলক্ষ্য করিয়া) ধনাদি-লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রাপ্তির আশাই ভক্তিজাত অনর্থ ; ভক্তিরূপ মূল-শাখাতে ইহা উপশাখার ছায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মূল-শাখা (ভক্তিকে) বিনষ্ট করিয়া দেয়।

অনর্থ-নিবৃত্তি। উক্ত চতুর্বিধ অনর্থের নিবৃত্তি আবার পাঁচ রকমের—একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। অল্পপরিমাণে আংশিকী অনর্থ-নিবৃত্তিকে একদেশবর্ত্তিনী নিবৃত্তি বলে। বহুপরিমাণে আংশিকী অনর্থ-নিবৃত্তিকে বহুদেশ-বর্ত্তিনী নিবৃত্তি বলে। যখন প্রায় সমস্ত অনর্থেরই নিবৃত্তি হইয়াছে, অল্পমাত্র বাকী আছে, তখন তাহাকে প্রায়িকী নিবৃত্তি বলে। যখন সম্পূর্ণরূপে অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায়, তখন তাহাকে পূর্ণা নিবৃত্তি বলে। পূর্ণা নিবৃত্তিতে সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইয়া থাকিলেও আবার অনর্থোদ্‌গমের সম্ভাবনা থাকে। ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগের তৃতীয় লহরীর ২৪।২৫ শ্লোকে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে, জাতরতি-ভক্তের রতিও লুপ্ত হয়, অথবা হীনতা প্রাপ্ত হয় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুতে গাঢ় আসক্তি জন্মিলে রতি ক্রমশঃ রত্যাভাসে, অথবা অহংগ্রহোপাসনায় পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যায়, জাতরতি-ভক্তেরও বৈষ্ণবা-পরাধাদির সম্ভাবনা আছে। যেরূপ অনর্থ-নিবৃত্তিতে পুনরায় অনর্থোদ্‌গমের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহাকে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি বলে।

অপরাধজাত অনর্থ-সমূহের নিবৃত্তি—ভজন-ক্রিয়ার পরে একদেশবর্ত্তিনী, রতির উৎপত্তিতে প্রায়িকী, প্রেমের আবির্ভাবে পূর্ণা এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-লাভে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। দুষ্কৃতজাত অনর্থ-সমূহের নিবৃত্তি—ভজনক্রিয়ার পরে প্রায়িকী, নিষ্ঠার পরে পূর্ণা এবং আসক্তির পর আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। ভক্তিজাত অনর্থ সমূহের নিবৃত্তি ভজনক্রিয়ার পর একদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠার পরে পূর্ণা এবং রুচির পরে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে।

রতি। বলা হইয়াছে, ভজনাঙ্গে আসক্তির পরে রতির উদয় হয় ; রতির অপর নাম ভাব বা প্রেমাঙ্কুর ; ইহা প্রেমরূপ সূর্য্যের রশ্মিস্থানীয় এবং স্বরূপ-লক্ষণে ইহা হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ। চিত্তে রতির আবির্ভাব হইলে ভগবৎ-প্রাপ্তির অভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যের অভিলাষ এবং সৌহার্দ্দাদির অভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা জন্মে। জাতরতি ভক্তের শ্রীভগবানে মমতাবুদ্ধি জন্মে—অর্থাৎ "ভগবান আমারই" এই জ্ঞানটুকু জন্মে ; এবং ভগবানে তাঁহার ঈশ্বর-বুদ্ধিও তিরোহিত হয়।

জাতরতির লক্ষণ। জাতরতি ভক্তের মধ্যে প্রধানতঃ এই নয়টী লক্ষণ প্রকাশ পায়ঃ—(১) ক্ষান্তি—সাংসারিক আপদ-বিপদে সাধারণ লোকের চিত্তে দুঃখ, বিষণ্ণতা বা ক্ষোভ জন্মে ; জাতরতি ভক্তের তদ্রূপ কোনও ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হন না। (২) অব্যর্থ-কালত্ব—কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বা ভজন-সম্বন্ধীয় কার্য্য ব্যতীত অন্য কাজে তিনি এক মুহূর্ত্ত সময়ও ব্যয় করেন না ; অন্য কাজে সময় ব্যয় করাকে তিনি সময়ের অপব্যয় বলিয়া মনে করেন। (৩) বিরক্তি—ইহকালের বা পরকালের কোনও ভোগ্য বস্তুতে তাঁহার কোনওরূপ বাসনা থাকে না। "ভুক্তি-সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়।" (৪) মানশূন্যতা—ভক্তিবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও তিনি নিজেকে নিতান্ত অধম, নিতান্ত ভক্তিহীন বলিয়া মনে করেন। (৫) আশাবদ্ধতা—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করিবেন, তাঁহার চিত্তে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। (৬) সমুৎকণ্ঠা—অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা বা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাদি পাওয়ার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মে। (৭) নাম-গানে সদা রুচি—সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ-নামকীর্ত্তনে আনন্দ পান। (৮) ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি—শ্রীকৃষ্ণগুণাদি-কীর্ত্তনে অত্যন্ত আনন্দ পান এবং কৃষ্ণ-গুণাদি-কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। (৯) শ্রীবৃন্দাবনাদি ভগবল্লীলা-স্থানে অত্যন্ত প্রীতি জন্মে।

প্রেম। দুগ্ধ যেমন গাঢ় হইলে ক্ষীর হয়, তদ্রূপ রতি গাঢ় হইলে তাহাকে প্রেম বলে। প্রেমোদয়ে চিত্ত অত্যন্ত মসৃণ হয়, শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত মমতা-বুদ্ধি জন্মে ; ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও প্রেম ধ্বংস হয় না। শ্রীমন্-মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "যার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেম করয়ে উদয়। তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥ মধ্য ২৩॥" তাঁহার কোনওরূপ বাহ্যাপেক্ষাই থাকে না, ভগবানের নামগুণাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে উন্মত্তের ছায় তিনি কখনও

উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন, কখনও ক্রন্দন করেন, কখনও বিলাপ করেন, কখনও গান করেন, কখনও বা নৃত্য করেন, আবার কখনও বা ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি করেন।

সাধকের যথাবস্থিত-দেহে প্রেম পর্য্যন্তই আবির্ভূত হইতে পারে। জাতপ্রেম ভক্তের দেহ-ভঙ্গের পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাস্থলে তাঁহার জন্ম হয় এবং ভাবানুকূল নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ অভিব্যক্তি লাভ করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবার উপযোগী করিয়া থাকে। তখন তিনি অভীষ্ট সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

———